২৭

তারিখ 20 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও তার প্রতিকার

আলহাজ্জ ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন

পূর্ব প্রকাশিতের পর

পাঠকবৃন্দ আপনারাই বলুনত কেন এমনটি হল। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন কি অবস্থা এ রকম ছিল? শিক্ষক তো দূরের কথা বড় ভাইদেরকে কি আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম না? আমারা কি পুনরায় বর্বর যুগে ফিরে যাচ্ছি? ঠিক তেমনি যারা আইনের ব্যবস্থা করেন, আইন বুঝেন ও তা মেনে চলতে অংগীকারাবদ্ধ, তারাও যদি কোর্টে বিচারককে আক্রমণ করেন, চেয়ার-টেবিল ভাংচুর করেন, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করেন, অকথ্য ভাষায় সম্মানিত বিচারককে গালিগালাজ করেন তাহলে সাধারণ মানুষ কোথাও যাবে ন্যায়বিচার পাবার জন্য? রাজধানীর মাননীয় আদালতে যদি আইনের শাসন কায়েম না হয় তবে কি চাঁদে তা কায়েম হবে। ইদানীং শুনা যায় যে, যে পুলিশ দ্বারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দমন করা হয় সেই পুলিশও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে অভিযুক্ত। একেই বলে হাল জামানার আয়ইয়ামে জাহেলিয়াৎ।

সন্ত্রাস দমনের উপায় ও তার প্রতিকারঃ

সর্বশেষে আমি বাংলাদেশে সন্ত্রাসের প্রতিকার ও তা দমনের জন্য দলমত নির্বিশেষে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিচ্ছি যা সরকার বাস্তবায়ন করলে এক মাসেরর মধ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সারা দেশে থেকে সন্ত্রাস চিরতরে নির্মূল করা সম্ভব হবে এবং আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি কল্যাণকামী ও শান্তিময় দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে ইনশা আল্লাহ।

১। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক সবার রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। আমি এক বৎসর বাংলাদেশ বিমান বাহিনী শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার অধ্যক্ষ ছিলাম। সেখানে কোন সন্ত্রাস ছিল না। কারণ ছাত্র ও শিক্ষক সবার রাজনীতি তথায় নিষিদ্ধ। আমার অভিমত বিএনএফ শাহীন কলেজের মত বাংলাদেশে যদি ৫০০ কলেজ থাকতো তবে শিক্ষাঙ্গনে অনেক সন্ত্রাসমুক্ত হত।

২। কোন রাজনৈতিক দলকে কোন ছাত্র সংগঠন, বা শ্রমিক, গোষ্ঠীকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না।

৩। শিক্ষক-ছাত্র সবার জন্য একটি মাত্র রাজনীতি থাকবে সেটা হবে লেখাপড়া শেখানো, শিখা ও গবেষণা করা। ছাত্ররা পাস করার সাথে সাথে যেন জাতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে তজ্জন্য ব্যাপক কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪। রাজনীতে কোন শিক্ষক বা ছাত্র জড়িত হলে তাকে অবিলম্বে চাকুরীচ্যুত বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করতে হবে। পেশাগত রাজনীতিবিদ ছাড়া অন্য সকল পেশাজীবীদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে।

৫। রাজনীতিবিদদের অন্য দলের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার অন্যায় দাবী অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। বেআইনীভাবে অন্য দলের রাজনীতি বন্ধ করতে বা অন্য দলকে নির্মূল করার জন্য যে হৈচৈ ও বিক্ষোভ করা হয়, তা কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। জনগণকে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ দিতে হবে যে, তারা কোন দলকে নিষিদ্ধ করতে চায় কি-না।

৬। অবিলম্বে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সাহেবের উপর থেকে অস্ত্র মামলার রায়ের সাজা তুলে নিতে হবে।

৭। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে অবশ্যই সৎ, খোদাভীরু সচ্চরিত্রবান ও সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ হতে হবে। প্রতিষঠানের আভ্যন্তরীণ সমমস্যা সমাধানে প্রতিষ্ঠানের প্রধানের বিচক্ষণ সুপারিশমালা উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে কার্যকরী করতে হবে।

৮। যে সকল প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চলে যে সব প্রতিষ্ঠানে সকল প্রকার সরকারী অনুদান বন্ধ করতে হবে। যে সব প্রতিষ্ঠানে বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় যে সব প্রতিষ্ঠান ৬ মাসের জন্য বন্ধ রাখতে হবে।

৯। বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ সিনিয়রটি যোগ্যতা, দক্ষতা ও প্রমাণিত সততার ভিত্তিতে হতে হবে। রাজনৈতিক কারণে প্রভাবিত নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

১০। সন্ত্রাসের ক্ষতিকর দিক এবং জাতির উপর তার প্রভাব কি কি তা ছাত্রদেরকে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য পুস্তকে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১১। সেনাবাহিনীর সাহায্যে দেশের সকল অবৈধ অস্ত্র অতীব জরুরী ভিত্তিতে উদ্ধার করতে হবে। যে কয়েক সহস্র ছাত্রের অবৈধ অস্ত্র পরিচালনার ট্রেনিং রয়েছে তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে হবে, কারণ তারা পথভ্রষ্ট হলেও সাহসী যুবক। তাদেরকে মেধা অনুযায়ী কাজে লাগাতে হবে। শুধু সন্ত্রাসীদেরকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য দায়ী করলে চলবে না। সে দিন পত্রিকায় দেখলাম তিনজন যুবক অস্ত্রসহ ধরা পড়েছে— যাদের প্রত্যেকের বয়স ১২ বছরের নীচে। এই কচি কচি জুনিয়র হাই স্কুলের ছেলেরা অস্ত্র পেলো কোথায়? নিশ্চয়ই তাদের অস্ত্র সংগ্রহ করতে তেমন কষ্ট করতে হয়নি। সরকারকে জিজ্ঞেস করি, আজকাল পিস্তল কি পান বা মুদির দোকানে পাওয়া যায়? পুলিশ-বিডিআর কি সবাই ভ্যাকেশন লীভে আছেন, না ঘুমাচ্ছেন?

১২। বাংলাদেশে সুস্থ রাজনীতি করার জন্য কতিপয় শর্ত ও আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে। সব দলের কর্মীদের স্ব স্ব দলের স্থানীয় অফিসে রেজিস্ট্রিভুক্ত হতে হবে।

১৩। যারা রাজনৈতিক দলের কর্মী ও দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ লাভ করতে চান তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞান অথবা অন্য কোন বিষয়ে অবশ্যই উচ্চ শিক্ষা নিতে হবে।

১৪। যারা রাষ্ট্র বিজ্ঞান ছাড়া অন্য বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নিয়েছেন তাদেরকে বাংলাদেশে রাজনীতি করার লক্ষ্যে সরকার অনুমোদিত শর্ট কোর্সে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সুস্থ ও পরিষ্কার রাজনীতির জন্য অবশ্য পালনীয় আচরণবিধিগুলো মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাসের মাধ্যমে সার্টিফিকেট নিতে হবে। নোংরা, হিংসা ও কাদা ছুঁড়াছুঁড়ির রাজনীতি অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

১৫। অন্যায়ভাবে এবং তুচ্ছ কারণে হত্যা ও নির্যাতনকারীকে ইসলামী আইনে বিচার করতে হবে। প্রকাশ্যে ফাঁসি ও শিরশ্ছেদ করার বিধান চালু করতে হবে। মুসলিম দেশে সন্ত্রাস বন্ধের কুরআনের আইনের বিকল্প নেই।

— চলবে